দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 AUG 1990

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

044

দূর শিক্ষণ কর্মসূচীর বিস্তার ও বিকাশ চাই

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বেহাল অবস্থা তা আজ আর কারো অজানা নয়। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা ইদানীং সকলকেই ব্যথিত করে তুলেছে। প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় সেশন জমে জ্যাম হয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভাগ্যকে ফ্রিজিং পয়েন্টে জমিয়ে রেখেছে। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থী পরীক্ষার্থী সবাই এক অনিশ্চিত ও নিরাশায় ভরা ভবিষ্যতের পানে চেয়ে সংশয়ে ভুগছে। এমতাবস্থায় দূর শিক্ষণ কর্মসূচী একটি আশার দীপ নিয়ে আমাদের দেশে আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের দেশের জন্য এ কর্মসূচী যে সকল কল্যাণকর দিক উদঘাটন করেছে, সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) দিনক্ষণ ধরে সেমিষ্টার শুরু ও শেষ করা।

(২) বি, এড শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত সবকটি বিষয়ে উন্নতমান বিশিষ্ট এবং বাংলাদেশের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সময়মত প্রকাশনা।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ভার এবং কর্মহীন থাকায় ব্যয়ভারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস। উল্লেখ্য যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ভার অপেক্ষা কর্মহীন থাকার ব্যয়ভার অনেক বেশী।

(৪) প্রশিক্ষণকালীন সময়ে স্কুলকে শিক্ষকের সেবা থেকে বঞ্চিত না করা, এর ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়পক্ষই নানা অসুবিধা থেকে মুক্ত হন।

(৫) রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থা এবং ধর্মঘট এবং বহুবিধ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত।

(৬) পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ফল প্রকাশের দীর্ঘ সূত্রিতা, নম্বর প্রদানে ব্যক্তিকতা ইত্যাদি অভিশাপ থেকে বিশেষভাবে মুক্ত।

(৭) কনসালটেন্সির নামে বিদেশী চরদের শোষণ থেকে বাংলাদেশের দূর শিক্ষণ কর্মসূচীকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদেশী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের পরও যে তিমিরে সে তিমিরেই অবস্থান করছে।

বিভিন্ন বিষয় ও কোর্সের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা দূর শিক্ষণ কর্মসূচীর বিস্তার ও বিকাশ কামনা করি। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দুই শিফট চালু করার জন্য দাবী উচ্চারিত হচ্ছে, যদিও পৃথিবীর কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিফট পদ্ধতি চালু নেই। বোধ করি এর কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পূর্ণকালীন, একে শিফট দিয়ে ভাগ করা যায় না। কিন্তু দূর শিক্ষণ কর্মসূচী আজ উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলেই সমান সমাদৃত। শিক্ষা টেকনোলজি বর্তমান বিশ্বে দূর শিক্ষণে কি বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছে, যুক্তরাজ্যের "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২/১টি ভিডিও টেপ দেখলে তা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের খেলাতেও আমরা ভিডিও প্রদর্শনের বিপুল শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

আমরা দূর শিক্ষণ কর্মসূচীর সাহসী পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি শিক্ষার এ মহান প্রকল্প বাংলাদেশের ক্ষীণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যুরোক্রেসীর ক্রেজী সিদ্ধান্তের অথবা বিদেশীদের তৈরী চক্রান্তের শিকার না হয়ে বাংলাদেশের হতাশ ও নিরানন্দ শিক্ষার্থীদের মুখে তৃপ্তি ও আশ্বাসের হাসি ফোটাতে পারবে। আমরা দূর শিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালুর জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি।

আবদুর রহমান,
প্রধান শিক্ষক,
অনুপনগর হাইস্কুল,
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।